অতিব জরুরি

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

২য় অনুরোধ পত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৬৮.১৪-৫৫৪

তারিখঃ ১৫ কার্তিক ১৪২৬ / ৩১ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ (আপীল নং-৩৮৩২/১৬) মামলার ১৬.০৩.২০১৫ খ্রি. তারিখের রায়ের আলোকে শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাধীন ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের এর শিক্ষক/কর্মচারীর বকেয়া বেতন ভাতা (এমপিও) ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রদানের বিষয়ে আইনগত মতামত প্রেরণ।

সূত্র: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৬৮.১৪-৫১০ তারিখ: ০২.১০.১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬.৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকমূলে ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদানের জন্য শেরপুর জেলার নকলা উপজেলাধীন ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

০২। পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ৩১.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/ এমপিও-১২/২০০৯/২০৯ সংখ্যক স্মারকমূলের মাধ্যমে গত ০৬.০৫.২০১০ তারিখের শিম/শা:১৩/এমপিও-১২/২০০৯/১৮৪ সংখ্যক স্মারকটি অকার্যকর করা হয়। এর ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/২০১৪ মামলা দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উক্ত রিট মামলায় বিগত ১৬.০৩.১৫ তারিখে নিম্নরূপ রায়/আদেশ প্রদান করা হয়-

"The respondents concerned are hereby directed to include the name of the said institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 provided it fulfills the requirements as stipulated in the "বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা" ২০১০, (in short, the Janabal Kathamo, 2010)", within a period of 90 (ninety) days from date of receipt of the copy of the judgment and order. (সংলাগ-১)

০৩। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-৩৮৩২/১৬ দায়ের করা হলে তা ০৬.০২.১৭ খ্রি. তারিখে খারিজ হয়ে যায়। মহামান্য আপিল বিভাগের ০৬.০২.২০১৭ তারিখের আদেশটি নিম্নরূপ:

"The leave petition are out of time by 305 and 632 days respectively in C.P. No. 1975 of 2015 and C.P Nos. 3832 -3833 of 2016 but the explanations offered seeking condonation of delay are not at all satisfactory. Accordingly, the petitions are dismissed as barred by limitation " (সংলাগ-২)।

০৪। রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ মামলায় গত ১৬.০৩.১৫ তারিখের রায়ে -- include the name of the said institution in the list of MPO for the financial year 2009-2010 উল্লেখ থাকলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৩.০৫.১৭ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.২৯.০০১.২০১৭-২৪৯ সংখ্যক স্মারকমূলে "এম.পি.ও.ভুক্তির এ আদেশে জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে" মর্মে উল্লেখ করে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করা হয়।

০৫। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমপিওভুক্তির জারিকৃত আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল যে, "এমপিওভুক্তির এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে"। সুতরাং এমপিওভুক্তির আদেশ হয়েছে ২৩.০৫.১৭ খ্রি. তারিখে যা মহামান্য হাইকোর্টের আদেশের অনুরূপ ছিল না। এমপিওভুক্তির আদেশ কোর্টের আদেশের অনুরূপ না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের আদেশের (এমপিওভুক্তি বিষয়ে) বিষয়ে আবেদনকারী কোন আপত্তি উত্থাপন না করে অব্যাহতভাবে ০২ (দুই) বছর এমপিও পাওয়ার পর মহামান্য আদালতের (রিট মামলার) আদেশ মতে পূর্ণাঙ্গ রায় অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুকূলে বকেয়া বেতন ভাতা ছাড়করণের জন্য সচিব, TMED বরাবর আবেদন করা হয়।

০৬। পিটিশনার কর্তৃক অব্যাহতভাবে ০২ (দুই) বছর এমপিও প্রাপ্তির পর বকেয়া প্রাপ্তির আবেদন দেরীতে করার কারণে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধে করতে আইনগত বাধা আছে কী-না; সে বিষয়ে আইনগত মতামত আবশ্যক।

০৯। এমতাবস্থায়,শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এমপিওভুক্তির আদেশ মহামান্য আদালতের রিট মামলার ১৬.০৩.১৫ তারিখের আদেশের অনুরূপ না হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের আদেশের (এমপিওভুক্তির বিষয়ে) বিষয়ে আবেদনকারী কর্তৃক কোন আপত্তি উত্থাপন না করে অব্যাহতভাবে ০২ (চার) বছর বেতন ভাতা (এমপিও) প্রাপ্তির পর বকেয়া প্রাপ্তির আবেদন দেরীতে করার কারণে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধে করতে আইনগত বাধা আছে কী-না, সে বিষয়ে আইনগত মতামত ২২.১০.১৯ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলেও দীর্ঘ ০৮ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চাহিত মতামত না পাওয়ায় পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না, বিধায় আগামী ১২.১১.১৯ তারিখের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে ২য় বারের মত বিনীত অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১. রিট পিটিশন নং-১২৪৫৯/১৪ এর রায়ের কপি-০৯ (নয়) পাতা।
২. আপীল মামলা নং-৩৮৩২/১৬ এর রায়ের কপি -০১ (এক) পাতা।
৩. মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৩.০৫.১৭ তারিখের এমপিওভুক্তির কপি- ০১ (এক) পাতা।
} ইতোপূর্বে প্রেরিত।

(এ. কে. এম শহীদুল্লাহ)
উপসচিব (অডিট ও আইন)
ফোন: ৯৫৭৪০৯০

সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৬৮.১৪-৫৫৪/১(৫)

তারিখঃ ১৫ কার্তিক ১৪২৬ / ৩১ অক্টোবর ২০১৯

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (এ আদেশটি ওয়েব-সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অধ্যক্ষ, ধুকুড়িয়া এ-জেড টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, ডাক-ধুকুড়িয়া, উপজেলা-নকলা, জেলা-শেরপুর।
৬। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

(এ. কে. এম শহীদুল্লাহ)
উপসচিব (অডিট ও আইন)
ফোন: ৯৫৭৪০৯০